দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR. 5 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

528

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি, সিন্ডিকেট ও রেজিস্ট্রারের উপর রুলনিশি জারি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাই কোর্ট বিভাগ-এর বিচারপতি কে এম হাসান ও বিচারপতি মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এক আদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এ এইচ এম মাহবুবুল আলমকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান এবং তাকে বেতনের সিলেকশন গ্রেড ও এলপিআর না প্রদানের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ১৪-১০-৯৮ ও ৮-১১-৯৮ ইং তারিখের আদেশকে কেন আইনসংগত ক্ষমতাবহির্ভূত এবং এর কোন আইনগত বৈধতা ও কার্যকারিতা নাই বলে কেন ঘোষণা করা হবে না এবং অধ্যাপক এ এইচ এম মাহবুবুল আলম তার স্বীয় পদে বহাল আছেন এবং সকল সুবিধাদিসহ বহাল থাকবেন এবং কেন তাকে বেতনের সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হবে না এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করে কেন আদেশ প্রদান করা হবে না- এই সকল ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, রেজিস্ট্রার ও সিন্ডিকেটকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শাবার জন্য বিচারপতিদ্বয় রুলনিশি জারি করেন। অধ্যাপক এ এইচ এম মাহবুবুল আলমের এক রীট পিটিশনের প্রেক্ষিতে বিচারপতিগণ এই রুলনিশি জারি করেন।

আবেদনকারীর পক্ষে রীট পিটিশন পরিচালনা করেন বিজ্ঞ আইনজীবী সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট আব্দুর রব চৌধুরী। অধ্যাপক আলম দৈনিক ইনকিলাবকে জানিয়েছেন যে, ১৯৯৪ সালে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের ও গোলাপী দলের অর্থনীতি বিভাগের কতিপয় শিক্ষক আক্রোশ ও প্রতিহিংসাবশত পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ আনয়ন করেন। সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত ট্রাইব্যুনালে চারটি অভিযোগই উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের ট্রাইব্যুনালের দুইজন সদস্য পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাদের দলের চাপে ও প্রভাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সাদা দলের সদস্য অধ্যাপক এ এইচ এম মাহবুবুল আলমকে দোষী সাব্যস্ত করেন। অপরদিকে ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সদস্য বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং শিক্ষা সচিব এ ব্যাপারে তীব্র ভিন্নমত পোষণ করে আলাদা রিপোর্ট পেশ করেন। সিন্ডিকেটের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দল ত্বরিতগতিতে অধ্যাপক আলমের বিরুদ্ধে উপরোল্লেখিত শাস্তি প্রদান করেন। সিন্ডিকেটের এই পক্ষপাতমূলক ও দলীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বেআইনী ও নিপীড়নমূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অধ্যাপক আলম এই রীট পিটিশন দায়ের করেন।